যায়যায়দিন

14 APR 2008

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নে এসএসসি পরীক্ষা ইসু

৬৪ জেলায় গণস্বাক্ষর সংগ্রহ শেষে চিফ অ্যাডভাইজরকে স্মারকলিপি

যাযাদি রিপোর্ট

প্রগতিশীল শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক ফোরাম দেশের সব জেলা থেকে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ শেষে চিফ অ্যাডভাইজর, শিক্ষা উপদেষ্টা, শিক্ষা সচিব, এনসিটিবির চেয়ারম্যানসহ ৬৪ জেলার ডিসির কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে। সেই সঙ্গে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে ২০১০ সালে এসএসসি পরীক্ষা নেয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত বহাল রাখতে সংশ্লিষ্ট সব মহলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। গতকাল এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রেস রিলিজে বলা হয়, জনমত গঠনের লক্ষ্যে ফোরাম ৪ এপ্রিল ৬৪ জেলায় গণস্বাক্ষর অভিযান শুরু করে। ১০ এপ্রিল শেষ হওয়া এ অভিযানের মাধ্যমে কয়েক লাখ ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকের স্বাক্ষর নেয়া হয়। স্বাক্ষরকৃত এ কপি ও স্মারকলিপি গতকাল চিফ অ্যাডভাইজরসহ সংশ্লিষ্ট সব মহলের কাছে পাঠায় ফোরাম।

প্রগতিশীল শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক ফোরামের আহ্বায়ক ড. মোঃ সদরুল আমিন প্রেস রিলিজে বলেন, ৬৪ জেলায় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতির পক্ষে যে সাড়া পাওয়া গেছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব। তিনি জানান, সারা দেশের পৃ ১৫ ক ১

৬৪ জেলায় গণস্বাক্ষর সংগ্রহ শেষে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

লাখ লাখ ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক গণস্বাক্ষর অভিযানে অংশ নেন। গণস্বাক্ষর কর্মসূচিতে এতো বিপুল সাড়া এটাই প্রমাণ করে সবাই ২০১০ সালের এসএসসি পরীক্ষা থেকেই কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র চান। তিনি সরকারি সিদ্ধান্ত বহাল রাখার জন্য চিফ অ্যাডভাইজর, শিক্ষা উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান।

এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক NCTB, বোর্ড বই ও সহায়ক বই প্রকাশকারী কিছু কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেছে, তারাও এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ বহাল রাখার পক্ষে। কারণ দেশের প্রায় ১০ লাখ শিক্ষার্থী যারা নবম শ্রেণীতে পড়ছে তাদের বই ও সহায়ক পুস্তকাবলী কেনাও শেষ। যার পরিমাণ প্রায় ১৪০-১৫০ কোটি টাকা। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও খাদ্য সামগ্রীর এ উচ্চ মূল্যের বাজারে এরই মধ্যে সাধারণ জনগণের নাভিশ্বাস উঠেছে।

এ ক্ষেত্রে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি বাতিল হলে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের আবারো নতুন করে এ বছরের বই-পুস্তক কিনতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষা বর্ষের প্রায় চার মাস অতিবাহিত হয়েছে এবং প্রথম সাময়িক পরীক্ষার বাকি মাত্র ১৫ দিন। যদি এ পদ্ধতি স্থগিত হয় তাহলে এ স্বল্প সময়ে শিক্ষকরাও নিচ্ছেন না প্রথম সাময়িকের মানসম্পন্ন প্রশ্ন করার দায়ভার, শিক্ষার্থীরা নিচ্ছে না প্রস্তুতির দায়ভার। অভিভাবকরা নিচ্ছেন না নতুন করে বই কেনার দায়ভার, বিক্রেতারা নিচ্ছেন না বিক্রি করা পুস্তক ফেরত নেয়ার দায়ভার। তাহলে ১৪০-১৫০ কোটি টাকার এ বিশাল জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষতির দায়ভার কে নেবে?